সিজিএস সৈয়দ নজরুল ও সিজিএস তাজউদ্দীন-এর কমিশনিং অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, বৃহস্পতিবার, ২৯ পৌষ ১৪২৩, ১২ জানুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ,
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড,
সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম। Very good morning to you all.

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত কোস্ট গার্ডের সদস্যসহ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি-সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, সম্ভ্রম হারানো দু'লাখ মা-বোনসহ স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী ৩০ লাখ বীর শহীদকে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য আজ একটি স্মরণীয় দিন। আজ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বহরে গভীর সমুদ্রে টহলদানে সক্ষম ০২টি অফশোর প্যাট্রল ভেসেল সংযুক্ত হলো। জাহাজগুলোর কমিশনিং এ বাহিনীর কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও গতিশীল করবে।

আন্তর্জাতিক আদালতে দীর্ঘ আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে সমুদ্র জয়ের পর বিস্তীর্ণ সমুদ্র সীমার নিরাপত্তা দিতে কোস্ট গার্ডকে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে দেশ আজ জাতির পিতার স্বপ্ন 'অর্থনৈতিক মুক্তি' অর্জনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

২০১৪ সালে ইতালি সফরকালে আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য ইতালিয়ান সরকারের সহযোগিতা চেয়েছিলাম। তারপর 'জি টু জি' চুক্তির মাধ্যমে ইতালিয়ান নৌবাহিনীর দেওয়া ০৪টি করভেট অফশোরকে প্যাট্রল ভেসেলে রূপান্তরিত করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই ৪টি জাহাজকে জাতির পিতার বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সহচর চার শহীদ জাতীয় নেতার নামে নামকরণ করে সম্মান জানিয়েছি। আজ সিজিএস সৈয়দ নজরুল এবং সিজিএস তাজউদ্দীনকে কমিশন করা হলো। এ বছরই ইতালী থেকে আসার পর অপর দুটি জাহাজ সিজিএস মনসুর আলী এবং সিজিএস কামারুজ্জামান কমিশন করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সৃষ্টি এবং বিকাশের সাথে আমার দল ও সরকার সবসময় সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল। ১৯৯৪ সালে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আনীত বিলের কারণেই বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড গঠন করা হয়।

১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর কোস্ট গার্ডের জোনাল কার্যালয়ের জন্য ভূমি প্রদান, অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিভিন্ন ধরণের বোট হস্তান্তর করি। এভাবে উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট গার্ডের কার্যক্রম চালু করি। গত ৮ বছরে কোস্ট গার্ডের স্টেশনসমূহে অবকাঠামোসহ ৩০টি কোস্টাল সাইক্লোন ম্যানেজমেন্ট সেন্টার তৈরি করেছি।

এছাড়া বিভিন্ন আকারের ৪৮টি প্যাট্রল বোট নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে চলমান তিনটি প্রকল্পের আওতায় কোস্ট গার্ড বেইসসমূহে অফিসার ও নাবিকদের বাসস্থান, অফিসার্স মেস, নাবিক নিবাস, প্রশাসনিক ভবন ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এবং খুলনা শিপইয়ার্ডে সর্বমোট ৭টি টহল জাহাজ, ১টি ফ্লোটিং ক্রেন এবং ০২টি প্যাট্রল বোট তৈরি হচ্ছে। যা অচিরেই কোস্ট গার্ডবহরে যুক্ত হবে।

উন্নয়ন এবং রাজস্ব বাজেট হতে ৫ বছর মেয়াদে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা কোস্ট গার্ডের উন্নয়নে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পটুয়াখালী অঞ্চলে নিজস্ব প্রশিক্ষণ বেইস তৈরির মাধ্যমে কোস্ট গার্ডের জনবলের প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমি সিজি বেইস অগ্রযাত্রা নামে কমিশন করেছি।

দেশের সমুদ্র বন্দর ও বহিঃনোঙ্গর এলাকায় বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের নিরাপত্তা প্রদানে কোস্ট গার্ডের তৎপরতা আজ বহির্বিশ্বেও সমাদৃত। আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ব্যুরো এর বিবেচনায় চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এখন নিরাপদ বন্দর হিসেবে স্বীকৃত।

সুধিবৃন্দ,

স্থলভাগে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের দৃষ্টি এখন সমুদ্রের দিকে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে সমুদ্রসীমা যথাযথভাবে নির্ধারিত হওয়ায় নিজ জলসীমায় আমাদের অধিকার আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

বাংলাদেশের নদী, সাগর, উপকূল এবং গভীর সমুদ্রে অর্থনৈতিক কার্যক্রম অর্থাৎ ব্লু ইকোনমি কার্যক্রমকে গতিশীল ও নিরাপদ রাখা, এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, মাদকদ্রব্যসহ চোরাচালান প্রতিরোধ এবং সমুদ্র দূষণ রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণসহ কোস্ট গার্ড বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছে।

সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা ছাড়াও বঙ্গোপসাগরে অঢেল সম্পদের ভান্ডার লুকিয়ে আছে। এই সম্পদের অন্বেষণ, আহরণ এবং সংরক্ষণ আমাদেরকেই করতে হবে। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষসহ নদীমাতৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলজসম্পদ সুরক্ষা, নদীপথের নিরাপত্তা বিধান, অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ, চোরাচালান প্রতিরোধ এবং জলদস্যু দমনে কোস্ট গার্ড দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সমুদ্র বন্দর ও বহিঃনোঙ্গারের নিরাপত্তা বিধান, সুন্দরবন এলাকায় জলদস্যু দমন, নদী ও সাগরে চোরাচালান বিরোধী অভিযান, মানবসম্পদ পাচার রোধ, জাটকা নিধন প্রতিরোধ এবং মা ইলিশ রক্ষায় কোস্ট গার্ডের টহল জাতীয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। চোরাচালান এবং অবৈধ মৎস্য আহরণ প্রতিরোধে কোস্ট গার্ডের বার্ষিক সাফল্য আর্থিক মানদন্ডে হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করেছে।

Excellencies,

At this juncture, I would like to thank the Government of Italy for handing over four Ex Navy ships to Bangladesh Coast Guard under G-2-G Agreement. We are grateful to the Italian citizens working in different ongoing development projects in Bangladesh.

I hope that the friendly relationship between Bangladesh and Italy would continue to flourish in future. I request his Excellency, the Ambassador of Italy to convey our profound gratitude to your Government for extending support to the ongoing development of Bangladesh.

I would also like to make special mention of Italian shipyard Fincantiri (ফিনকানতিরি) for conducting the refurbishment program of the OPVs successfully and take this opportunity to convey special thanks to their management and staffs.

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আমাদের সুবিশাল সমুদ্র এবং উপকূলীয় এলাকায় জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদান রাখছে। এই বাহিনীর সদস্যদের সততা, দায়িত্ববোধ, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, দূরদৃষ্টি এবং কর্মদক্ষতায় উপকূলীয় অঞ্চলে কোস্ট গার্ড এখন আস্থা ও নিরাপত্তার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ কোন জঙ্গি রাষ্ট্র নয়। জঙ্গি দমনে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি। জঙ্গিবাদের আশ্রয়, প্রশ্রয় ও মদদদাতাদের বর্তমান সরকার কোন প্রকার ছাড় দেবে না। অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে তার এখতিয়ারাধীন এলাকায় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

জাতির পিতার ‘স্বপ্নের সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্যে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়সমূহকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। কোস্ট গার্ডের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে আমার সরকার সকল সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

কোস্ট গার্ডে জনবলের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি আমরা অবগত আছি। কোস্ট গার্ডের কার্যপরিধি এবং দায়িত্বপূর্ণ এলাকা বৃদ্ধির সাথে জনবল এবং সমুদ্রগামী বড় জলযান বৃদ্ধির বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় রয়েছে।

আমি কোস্ট গার্ডের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনাদের সামগ্রিক জীবন আনন্দময়, শান্তিময় ও কল্যাণময় হোক- এটাই আমার কামনা। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...